BNFE gets Chand Sultana Award 2018

Bureau of Non-Formal Education (BNFE) won the Chand Sultana Award 2018 for its outstanding contribution in the country's education sector.

Dhaka Ahsania Mission conferred the award on BNFE on Saturday April 27, said a press release.

Zakir Hossain, state minister for primary and mass education ministry, handed over the award to Tapan Kumar Ghosh, director general of BNFE, at a ceremony held in the mission's office in Dhaka, the release added.

Introduced in 2001, Chand Sultana Award is conferred annually on an individual or institution, to recognise their extraordinary contribution in fields of national development.

Speaking on the occasion, the state minister appreciated Dhaka Ahsania Mission for introducing the award and thanked its authorities for filling the need of a skilled and educated manpower successfully.

Kazi Rafiqul Alam and SM Khalilur Rahman, president and general secretary of the mission respectively, also spoke at the programme, the release also said.

চাঁদ সুলতানা পুরস্কার-২০১৮
পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমেই বাংলাদেশের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান প্রণীত হয় এবং সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রথমে ইনফেপ ও পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত হয়। ২০০৩ সালে আকস্মিক ভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর অকার্যকর করা হয়। ২০০৫ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বর্তমান সরকারের মেয়াদে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সাক্ষরতার হার ৭২.৯% এ উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ রয়েছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) নামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৫ লক্ষ (১৫-৪৫ বছর) নারী পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদান করা হবে। এছাড়া পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যেই পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ শিশুর শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম ৬টি জেলায় চলমান রয়েছে।

১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করেন। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক সম্মেলনের পর থেকে দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির (টিএলএম) মাধ্যমে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। সাক্ষরতা বিস্তারের এ বিশাল অর্জনের জন্য সরকার ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮ লাভ করে যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করে। তৎকালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা, সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

নব্য সাক্ষরদের অর্জিত সাক্ষরতা দক্ষতাকে ধরে রাখা এবং ট্রেড ভিত্তিক জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প ১ ও ২ বাস্তবায়িত হয়। এ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ১১-৪৫ বছর বয়সী ২১.৭০ লক্ষ নব্য সাক্ষর ও প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় ৪,৩৫,৬২২ জন শিক্ষার্থী আয় সৃজনী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাছাড়া ২০০৮-২০১৪ সালের মধ্যে

১০-১৪ বছর বয়সী ১,৪৬,৯৮২ জন কর্মজীবী শিশুকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান এবং ১৩+ বয়সী ১৭,৪৬০ জন শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রাইমার, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ও অসংখ্য অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নে নেতৃত্ব দেয়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অবদান বিশেষভাবে প্রশংসিত।

বর্তমানে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য Non-Formal Education Development Program (NFEDP) নামক একটি বৃহৎ কর্মসূচি ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। NFEDP এর আওতায় ১৫+ বয়সী ৫০ লক্ষ নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে। সেই সাথে ১৫ লক্ষ যুব ও বয়স্ক নব্য সাক্ষরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিদ্যালয় বহির্ভূত ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। ৬৪ জেলায় ৬৪টি জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি ৫০২৫টি ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) পরিচালনা করা হবে। এর মধ্যে ২০০০টি ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) নির্মাণ করা হবে।